

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ বুথান ফেডারেশন
Bangladesh Butthan Federation
(BBUF)

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশন

BANGLADESH BUTTHAN FEDERATION (BBUF)

১ নং অধ্যায় ঃ শিরোনাম

১.১ **সংগঠনের নাম ঃ** এই ফেডারেশনের নাম হবে "বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশন আর এই গঠনতন্ত্রকে "বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশন" এর গঠনতন্ত্র বলা হবে।

১.২ **সংক্ষিপ্ত নামকরণ ঃ** বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে বি বি ইউ এফ (BBUF).

১.৩ **দাপ্তরিক ভাষা ঃ** বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী ব্যবহার করা হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

২ নং অধ্যায় ঃ স্বীকৃতি, আওতা ও পরিধি

২.১ বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশন (BBUF) জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংগঠন। বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশন (BBUF) ইন্টারন্যাশনাল **ব্যুত্থান** ফেডারেশন (IBUF) কর্তৃক স্বীকৃত। সমগ্র বাংলাদেশ এই সংগঠনের আওতাভুক্ত হবে।

২.২ এই গঠনতন্ত্রের ক্রীড়া/খেলা বলতে ব্যুত্থান এবং ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় বলতে ব্যুত্থানচারী বুঝাবে।

২.৩ এই গঠনতন্ত্রে সংগঠন বুঝাতে ব্যুত্থান কার্যক্রম পরিচালিত হয় এইরূপ সংগঠনকে বুঝাবে। ইন্টারন্যাশনাল ব্যুত্থান ফেডারেশন/বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশনের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা / ক্লাব জাতীয় ব্যুত্থান প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে না।

২.৪ কোন সংস্থা / ক্লাব যদি কোন ব্যুত্থান প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চায় তাহলে অবশ্যই উক্ত সংস্থা / ক্লাবকে বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশনের মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে।

২.৫ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিলুপ্ত ঘোষিত কোন সংগঠন ক্রীড়া সংস্থা / ফেডারেশন আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতাসহ কোন টুর্ণামেন্টে বা খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২.৬ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন ক্লাবসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্লাব সমূহ ফেডারেশন আয়োজিত খেলার নাম অর্ন্তভূক্তির জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অর্থাৎ জেলা ক্রীড়া সংস্থার ছাড়পত্র সহকারে ফেডারেশন আয়োজিত খেলায় নাম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

২.৭ এই ফেডারেশন ব্যুত্থান খেলার সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রয়োজনে যেকোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভূক্ত করতে পারবে।

৩ নং অধ্যায় ঃ সংজ্ঞা

৩.১ "ফেডারেশন" বলতে বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশন বুঝাবে।

৩.২ "সদস্য" বলতে বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশনের অনুমোদিত সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যকে বুঝাবে।

৩.৩ "পরিষদ" বলতে বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাবে।

৩.৪ "কার্য নির্বাহী কমিটি" বলতে বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে বুঝাবে।

৩.৫ "সংস্থা সমূহ" বলতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে **ব্যুত্থান** সম্পর্কিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বুঝাবে।

৪ নং অধ্যায় ঃ অনুমোদন

বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সকল **ব্যুত্থান** সংস্থার সদস্যরূপে স্বীকৃতি গ্রহণ ও দেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে।

৫ নং অধ্যায় ঃ প্রধান কার্যালয়

বাংলাদেশ **ব্যুথান** ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত থাকবে।

৬ নং অধ্যায় ঃ মনোগ্রাম ও পতাকা

৬.১ **ফেডারেশনের মনোগ্রাম** ঃ ফেডারেশনের নিজস্ব মনোগ্রাম থাকবে। লাল একটি বৃত্তের মধ্যে বাম পায়ে উঁচু লাথি মারার প্রতিকৃতি বা ভঙ্গি এবং সবার উপরে জাতীয় ফুল শাপলা বসবে। প্রতীকটির মধ্যে বৃত্তের ডানদিকে ব্যুথানের তিনটি স্তম্ভ- ক্রীড়া, আত্মরক্ষা, কল্যাণ কে যথাক্রমে নীল, লাল ও সবুজ রংয়ের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ডারের মাধ্যমে দেখানো থাকবে।

৬.২ **পতাকা** ঃ অত্র ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা থাকবে। পতাকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত জাতীয় পতাকার ন্যায় হবে। পতাকার নিচের অর্ধেক অংশ সবুজ এবং উপরের অর্ধেক অংশ আনুভূমিকভাবে লাল রং হবে এবং কেন্দ্রে বৃত্তের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যুথান ফেডারেশনের মনোগ্রাম / লোগো থাকবে।

৭ নং অধ্যায় ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭.১ ব্যুথান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মরক্ষামূলক কলাকৌশল শিক্ষাদান ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা।

৭.২ বাংলাদেশে **ব্যুথানের** সামগ্রিক উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, উৎসাহ প্রদান ও যথাযথ ভাবে সংগঠিত করা।

৭.৩ বাংলাদেশে **ব্যুথান** চর্চায় মান রক্ষা করা এবং একে খেলা হিসাবে আকর্ষণীয় ও উন্নত পর্যায়ে দাঁড় করানো।

৭.৪ যেসব স্থানে অত্র ফেডারেশনের অনুমোদিত সংস্থা নাই- সেই সব স্থানে অনুরূপ সংগঠন / সংস্থা গঠন করা বা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা।

৭.৫ IBUF কর্তৃক স্বীকৃত ষ্টাইল ও মান অনুযায়ী **ব্যুথান** এর উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন দল সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

৭.৬ অনুমোদিত সংস্থা/ক্লাব সমূহের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ সৃষ্টি হলে তা ফেডারেশনের দৃষ্টিগোচর করতে হবে। এক্ষেত্রে ফেডারেশন তার মিমাংসা করবে।

৭.৭ ফেডারেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক পর্যায়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় ও অন্যান্য বিভাগীয়, জেলা পর্যায়ে **ব্যুথান** প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৭.৮ জাতীয় **ব্যুথান** প্রতিযোগিতা ও অনুরূপ ধরণের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য আইবিইউএফ এর নিয়মের সাথে সংগতি রেখে লিখিতভাবে বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন করা।

৭.৯ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য **ব্যুথানচারী** এবং সংশ্লিষ্ট অফিসিয়ালদের মনোনয়ন ও দল নির্ধারণ করা।

৭.১০ **ব্যুথান** উন্নতির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ।

৭.১১ ব্যুথান উন্নয়ন, প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রমোশন, মার্কেটিং কার্যক্রম স্পন্সরশিপ সংগ্রহ, কো-ব্র্যান্ডিং, মিডিয়া পার্টনারশিপ ইত্যাদির মাধ্যমে তহবিল গঠন করা।

৭.১২ উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ অর্জন ও বাস্তবায়নের জন্য ফেডারেশন উপযোগী এবং IBUF অনুমোদিত এমন ধরনের নিয়ম/আইন প্রণয়ন করা যাহা উহার পরিপূরক হয়।

৭.১৩ এছাড়াও প্রাসঙ্গিক, সহায়ক, সময়োপযোগী, প্রয়োজন মাফিক আইন ও ধারা-বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে অন্যান্য সকল কার্যক্রম ও কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে ব্যুথানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়ন করা।

৮নং অধ্যায় ঃ কার্যপরিধি

৮.১ ব্যুথান প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরী করা।

৮.২ ব্যুথানের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

৮.৩ জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগীতা, টুর্নামেন্ট ইত্যাদির আয়োজন।

৮.৪ আন্তর্জাতিক ও মহাদেশীয় প্রতিযোগীতায় জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাপনা।

৮.৫ দরিদ্র প্রতিভাবান, সম্ভাবনাময় ও খ্যাতনামা খেলোয়ারদের কল্যাণে সহায়তা।

৮.৬ সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা সংগঠন সমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

৮.৭ ব্যুথানের উপর বই, পত্রিকা, পোস্টার, স্বরণীকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৮.৮ জাতীয় পর্যায়ে ও IBUF এর অনুমোদন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যুথান বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৮.৯ ব্যুথান ক্লাব/সংস্থা/সংগঠন/খেলোয়াড়দের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান।

৮.১০ বিভিন্ন কমিটি ও উপ কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যপরিধি সুর্নিদিস্ট করে দেয়া।

৮.১১ উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন, বাংলাদেশ সরকার অথবা এবং IBUF এর নির্দেশনাবলী পালন।

৮.১২ ফেডারেশনের নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্যুথান প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯ নং অধ্যায় ঃ এফিলিয়েশন

৯.১ এফিলিয়েশনের উপযুক্ত সংস্থা / কর্পোরেট সংস্থাসমূহ (যেমন- ব্যাংক/বীমা/ কর্পোরেশন)।

ক) জেলা ক্রীড়া সংস্থা / বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা / সার্ভিসেস সংস্থা (ব্যাংক/বীমা/কর্পোরেশন।

খ) বাংলাদেশ সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

গ) বাংলাদেশ নৌ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

ঘ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

ঙ) বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

চ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ।

ছ) বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

জ) সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

ঝ) সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

ঞ) মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।

ট) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

ঠ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর।

ড) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

ঢ) কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট।

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যুথান ফেডারেশন

ট) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

ঠ) প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোর, যুব সংগঠনসমূহ।

ড) অন্যান্য ক্লাব, সংগঠন সংস্থা যারা ব্যুত্থানের উদ্দেশ্য ও আদর্শে বিশ্বাসী।

৯.২ বাংলাদেশ **ব্যুত্থান** ফেডারেশনের অনুসৃত নীতিমলা অনুযায়ী সমগ্র দেশে **ব্যুত্থান** প্রসার এবং উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মূল্যবান অবদান রক্ষাকারী সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/বেসরকারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব, সংগঠন এবং অধ্যায় ৯.১ এ বর্ণিত সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ **ব্যুত্থান** ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েশনের জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক আবেদন করতে পারবেন।

৯.৩ **ব্যুত্থান** ফেডারেশনের স্বার্থ ও শৃংখলা বিরোধী কর্মাকান্ডের সাথে জড়িত অথবা ব্যুত্থানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী পরিষদ এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা/ ক্লাবের সদস্য পদ/রেজিষ্ট্রেশন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ সিদ্ধান্তক্রমে বাতিল করতে পারবে। অতঃপর পূর্নবহাল না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশনের কোন কার্যক্রমে উক্ত সংস্থা/ ক্লাব অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

৯.৪ ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রতিটি সদস্য সংস্থা/ক্লাবকে ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে এফিলিয়েশন ফি/রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রদান করতে হবে। উপরন্ত বাৎসরিক নির্ধারিত নবায়ন ফি (চাঁদা) প্রদান করে সদস্য পদ/রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করতে হবে। তবে কোন কারণে এফিলিয়েশন/রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হলে সদস্য পদ পূর্নবহালের জন্য বকেয়া এফিলিয়েশন ফি এর সাথে ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত পূর্নবহাল ফি প্রদান করতে হবে।

৯.৫ শৃংখলাজনিত বা অন্য কোন কারণে কোন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবের সদস্য পদ বা রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান /ক্লাব এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ফেডারেশনের নিকট আপিল করতে হবে। উক্ত আপিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে এবং এই বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০ নং অধ্যায় ঃ সাধারণ পরিষদ

১০.১ বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

ক) প্রতি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি।

খ) অধ্যায় ৮ এর ৮.১ অনুচ্ছেদের ক থেকে ছ পর্যন্ত বর্ণিত সার্ভিসেস সংস্থা থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি।

গ) ব্যুত্থান উৎসাহী, ব্যুত্থান সংগঠক, পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, দানশীল ব্যক্তিত্ব, খ্যাতনামা খেলোয়াড়/পৃষ্ঠপোষক/সংগঠকদের মধ্যে থেকে সর্বমোট ৫ জন প্রতিনিধি।

ঘ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত যে সমস্ত ক্লাবের নিজস্ব ক্লাব ঘর, সংগঠন ও সংস্থা ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত এবং জাতীয় ব্যুত্থান প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকে ঐ সমস্ত ক্লাবসমূহ হতে ১ জন করে বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশনের কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হবে।

ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিটি জেলা থেকে একটি ব্যুত্থান ক্লাব জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে কাউন্সিলর হিসাবে প্রেরণ করতে পারবে।

চ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

ছ) বিকেএসপির একজন প্রতিনিধি (ভোটাধিকার ব্যতীত)।

জ) মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি (ভোটাধিকার ব্যতীত)।

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যুত্থান ফেডারেশন

ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী নির্বাচনের সরাসরি কাউন্সিলর হিসাবে থাকবেন।

ঞ) আইবিইউএফ এর নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশের কোন সদস্য থাকলে তিনি সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

১০.২ **কাউন্সিলরের বয়সঃ** কাউন্সিলরের বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে।

১০.৩ যদি কোন অনুমোদিত সংস্থা/ক্লাব আগামী ২ বছরের মেয়াদকালে জাতীয় প্রতিযোগিতায় ন্যূনতম ১ বার অংশগ্রহণ না করে তবে উক্ত ক্রীড়া সংস্থা/ক্লাব/সার্ভিসেস দল ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ হারাবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

১০.৪ এফিলিয়েটেড/রেজিষ্টার্ড সংস্থা/ক্লাব সমূহ ফেডারেশনের অনুমতি ছাড়া জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন ক্লাব বা ব্যক্তি, সংস্থার সাথে যোগাযোগ বা কোন চ্যাম্পিয়ানশীপ/প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে না। ফেডারেশন বা অনুমোদিত সংস্থা সমূহের স্বার্থহানী হবে এইরূপ কোন খেলাধুলা নিজেদের মধ্যে আয়োজন করতে পারবে না।

১১ নং অধ্যায় ঃ সাধারণ পরিষদের কর্তব্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১১.১ অত্র ফেডারেশনের নীতিমালা ও নীতিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

১১.২ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত বাৎসরিক বিবেচনা, গ্রহণ ও অনুমোদন করা।

১১.৩ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত যে কোন বিষয়ে বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করা।

১২ নং অধ্যায় ঃ দাপ্তরিক বছর

ফেডারেশনের দাপ্তরিক বছর হবে ইংরেজী ক্যালেন্ডারের জুন থেকে মে।

১৩ নং অধ্যায় ঃ সভা ও কোরাম

১৩.১ বাৎসরিক সাধারণ সভার জন্য সকল এফিলিয়েটেড ক্লাব / সংস্থা হতে কাউন্সিলরের নাম চাওয়া হবে।

১৩.২ সকল সদস্যদের কাছে তাদের নিজ নিজ ঠিকানায় সাধারণ সভার আলোচ্যসূচীর কপি সমূহ সভার কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে প্রেরণ করবেন।

১৩.৩ কার্যকরী পরিষদের সভার নোটিশ কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে জারী করতে হবে।

১৩.৪ মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিকে সভার কোরাম ধরা হবে।

১৪ নং অধ্যায় ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির স্থায়িত্বকাল

কার্যনির্বাহী কমিটি ৪(চার) বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫ নং অধ্যায় ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতি	-	১ জন
সহ-সভাপতি	-	৪ জন
সাধারণ সম্পাদক	-	১ জন
যুগ্ম সম্পাদক	-	২ জন
কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
সদস্য	-	১৯ জন
	মোট-	২৮ জন

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যুখান ফেডারেশন

১৫.১ কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

১৫.২ সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা তাহাদের ভোট প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে নির্ণীত হবে।

১৫.৩ নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে অন্যথায় ১৬ (ষোল) দিন হতে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবে।

১৬ নং অধ্যায় ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির কর্তব্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১৬.১ আগ্রহী নতুন সংস্থা/ **ব্যুখান** ক্লাব সমূহের সদস্যভুক্তি/রেজিষ্ট্রেশনের অনুমোদন।

১৬.২ প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন উপ-কমিটি ও তাদের কাজের শর্তাবলী নির্ধারণ করা। এই সব উপ-কমিটিগুলো একজন আহবায়ক/চেয়ারম্যানসহ ন্যূনতম ৫ সদস্য বাহির হইতে অর্ন্তভূক্ত করা যাবে।

১৬.৩ ফেডারেশনের তহবিল নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা।

১৬.৪ অনুমোদিত সংস্থা/ক্লাবসমূহ কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অনুমোদন ও আপিল সমূহ পর্যালোচনা পূর্বক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৬.৫ গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং ফেডারেশনের ধারার আওতায় পড়ে না এমন ধারার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৬.৬ সদসদের কার্যের সমন্বয় সাধন এবং সদস্যদের আভ্যন্তরীণ কোন প্রকার বিবাদের সৃষ্টি হলে তাহা মিমাংসা করা।

১৬.৭ ইন্টারন্যাশনাল **ব্যুখান** ফেডারেশনের বিধি বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন করা।

১৬.৮ কোন সংস্থা, ব্যক্তি বা অনুমোদিত সদসদের বিশৃংখলা, অসদাচরণ, অহেতুক প্রতিবাদ ও নিয়ম ভঙ্গের জন্য উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৬.৯ বাৎসরিক সাধারন সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

১৬.১০ বিদেশে পাঠানোর জন্য দল গঠন করা এবং বিদেশী দল আমন্ত্রণ করা।

১৬.১১ ফেডারেশন অফিসের জন্য পদ সৃষ্টি ও তদস্থলে নিয়োগ করা।

১৬.১২ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত বাৎসরিক রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন করা।

১৬.১৩ উপ-কমিটি সমূহের পেশকৃত বিবরণ পর্যালোচনা করা ও ব্যবস্থা গ্রহন করা।

১৬.১৪ ফেডারেশনের উদ্দেশ্যে ও কার্যাবলীর পরিপূরক অনুরূপ আইন প্রণয়ন করা।

১৬.১৫ অডিটর নিয়োগ করা।

১৬.১৬ IBUF এর স্ট্যান্ডার্ড ও ষ্টাইল নিশ্চিত করা।

১৭ নং অধ্যায় ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

১৭.১ সভাপতি ঃ

১৭.১.১ ফেডারেশনের সমস্ত সভা সমূহে তিনি উপস্থিত থাকলে সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি দায়িত্ব পালন করবেন এবং সহ-সভাপতিদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭.১.২ নির্বাচনে সম-ফলাফল হলে তিনি CASTING ভোট প্রদান করিবেন।

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যুখান ফেডারেশন

১৭.৫ কোষাধ্যক্ষ ঃ

১৭.৫.১ এসোসিয়েশনের সকল প্রকার তহবিল সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন এবং তা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা করবে।

১৭.৫.২ ফেডারেশনের সম্পদ ও হিসাব রক্ষনের জন্য তিনি উপযুক্ত খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

১৭.৫.৩ তিনি ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং বাৎসরিক সাধারন সভায় পেশ করবেন (অবশ্যই) বাজেট বাৎসরিক সভায় পেশ করার পূর্বে তা নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নেবেন।

১৭.৫.৪ অনুল্লেখিত খরচ মিটানোর জন্য তিনি সভাপতি/সাধারন সম্পাদক/নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ সংযোজন করতে পারবেন।

১৭.৫.৫ তিনি বৎসরান্তে ফেডারেশনের অডিটকৃত হিসাবের বিবরণ নির্বাহী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

১৭.৫.৬ ফেডারেশনের তহবিল যৌথভাবে সভাপতি (বিশেষ পরিস্থিতিতে) সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে দুই জনের স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। যদি কোষাধ্যক্ষ কোন কারণে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকেন সেই ক্ষত্রে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্যকে সাময়িকভাবে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করিবেন।

১৮ নং অধ্যায় ঃ সদস্য পদ

১৮.১ নিম্নে বর্ণিত কারণে কার্যনির্বাহি কমিটির সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল হবেঃ-

১৮.১.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের পদত্যাগ ও তাহা কার্যকর হলে।

১৮.১.২ কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে।

১৮.১.৩ সংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন সদস্য কর্তৃক ৬ মাসের বেশী সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করলে।

১৮.১.৪ ঘটনা প্রবাহে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত হলে।

১৮.৩ কাযনির্বাহী পরিষদ বা অন্য কোন উপ-পরিষদের সদস্য যদি উপর্যুপরি তিনটি সভায় সন্তোষজনক কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন তবে চতুর্থ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটি আলোচনা সাপেক্ষে তাহার সদস্যপদ বাতিল করিতে পারবেন এবং এই ধরনের শুন্য পদ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা পূর্বক পূর্ণ করা হবে।

১৮.৪ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে তিনি সভাপতির বরাবরে লিখিত পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে পারিবেন এবং পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তাহা বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হবে।

১৮.৫ কার্যনিবীহী কমিটি কর্তৃক উপরোক্ত কারণে সৃষ্ট শুণ্যপদ পূর্ণ করা হবে।

১৮.৬ পারস্পরিক নীতি ও স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ড যেমন- সমধর্মী ক্রীড়া/কর্মকান্ড/প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত থাকলে ফেডারেশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে সদস্যপদ বাতিল হবে।

১৮.৭ মানসিকভাবে অপ্রকৃতিতস্থ হলে সদস্যপত বাতিল হবে।

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যাশান ফেডারেশন

১৯ নং অধ্যায় ঃ সভার বিজ্ঞপ্তি

কার্যনির্বাহী কমিটির সভার জন্য ৭ (সাত) দিন এবং বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সদস্যদের সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় সভার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে।

২০ নং অধ্যায় ঃ চাঁদা

ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের অনুমোদিত সংস্থা ও ক্লাব সমূহ নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করবেন। চাঁদার হার কার্যনির্বাহী পরিষদ সময়ে সময়ে নির্ধারণ করবেন এবং প্রতি বছর ৩১শে মে এর মধ্যে আদায় করতে হবে।

২১ নং অধ্যায় ঃ সদস্যপদ /রেজিষ্ট্রেশন বাতিল

২১.১ কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধে পর পর ২ (দুই) বছর চাঁদা পরিশোধ না করিলে যে কোন অনুমোদিত সংস্থা/ক্লাবের সদস্য পদ/রেজিষ্ট্রেশন স্থগিত/বাতিল করতে পারবেন।

২১.২ স্থগিত বা বাতিলকৃত সংস্থা সমূহকে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের অনুমতি দেয়া যেতে পারে যদি তারা বার্ষিক সাধারণ সভার অনুন্য ৩০ দিন পূর্বে যাবতীয় দেয় চাঁদা ও পুনঃ ভর্তির ফিস পরিশোধ করেন।

২১.৩ অনুমোদিত কোন সংস্থা/সদস্য যদি পর পর ২ বছর এর মধ্যে জাতীয়/বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় এক বারও অংশ গ্রহণ না করেন তবে স্বাভাবিক ভাবেই তাহার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে এবং নির্বাচনে ভোটাধিকার হারাবেন।

২১.৪ অনুমোদিত কোন ক্লাব ২ বছর এর মধ্যে ফেডারেশন কর্তৃক কোন প্রতিযোগিতায় অংশ না নেন তবে স্বাভাবিকভাবেই তাহার রেজিষ্ট্রেশন বাতিল হবে।

২২ নং অধ্যায় ঃ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যদি ফেডারেশনের স্বার্থবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে বা গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে বা ডিসিপ্লিনারী কমিটির কোন সুপারিশ এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনক্রমে ফেডারেশনের নিয়মানুযায়ী তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২৩ নং অধ্যায় ঃ তলবী ও বিশেষ সভা

২৩.১ ফেডারেশনের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত তলবী বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক যে কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির বিশেষ সভা আহবান করতে পারবেন। অনুরূপ সভা শুধুমাত্র বিশেষ অলোচ্যসূচী তথা তলবী বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী সদস্যদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কেই বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২৩.২ সাধারণ পরিষদ অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সভা যদি প্রয়োজনীয় কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারে তবে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে উক্ত সভা অনুষ্ঠান করা যাবে । ইহার জন্য আলাদা কোন বিজ্ঞপ্তি অথবা কোরামের প্রয়োজন হবে না।

২৩.৩ যেকোন জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভার আয়োজন করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে কেবল ঐ জরুরী বিষয়ে ১টি এজেন্ডাই আলোচ্য বিষয় হবে।

২৪ নং অধ্যায় ঃ তহবিল পরিচালনা

২৪.১ তহবিল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেজারার হতে যেকোন ২ জনের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। ফেডারেশনের যাবতীয় চেক, ব্যাংক ড্রাফট এবং পে-অর্ডার সমূহ সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ

কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হবে। তবে সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের যে কোন একজন অনুপস্থিতিতে বিশেষ প্রয়োজনে যৌথভাবে সভাপতি স্বাক্ষর করবেন।

২৪.২ ফেডারেশনের সকল অর্থ বাংলাদেশ এর যে কোন সরকারী/আধাসরকারী ব্যাংকে জমা রাখা যাবে।

২৪.৩ তহবিল গঠন উপলক্ষ্যে লটারী, সংস্থা প্রদত্ত অনুদান ও যেকোন স্পন্সর কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক/অন্যান্য অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

২৫ নং অধ্যায় ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন

২৫.১ প্রতি ০৪ (চার) বছর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যানির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকাল শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নির্ধারিত নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা পালন সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে কোন আপত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নির্বাচন প্যানেল/একক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২৫.২ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধিমালা প্রণয়ন, তফসীল ঘোষণা, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ সহ সব কাজ সম্পাদন পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করবে।

২৫.৩ নির্বাচন কমিশন বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নিদিষ্ট স্থানে আহবান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবেন।

২৬ নং অধ্যায় ঃ IBUF এর OVERRIDING ক্ষমতা

বাংলাদেশ **ব্যুথান** ফেডারেশন ও তাহার সদস্য সংস্থা সমূহের কোন আইনগত সংঘর্ষ / জটিলতা দেখা দিলে IBUF এর সকল নিয়ম কানুন সমূহ পালন বাধ্যতামূলক হবে।

২৭ নং অধ্যায় ঃ টুর্নামেন্টের নিয়মাবলী

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তাহা IBUF এর আলোকে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রণীত নিয়মাবলী অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২৮ নং অধ্যায় ঃ সংশোধন ও নির্দেশ

২৮.১ বাংলাদেশ ব্যুথান ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ এই গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপধারা সংশোধন/বাতিলের কর্তৃত্ব থাকবে তবে ৩০ দিন পূর্বে নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে বিষয়টি প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করতে হবে।

২৮.২ অত্র ফেডারেশন উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী কোনো বিধি বা উপবিধি তৈরী করতে পারবে না।

২৯ নং অধ্যায় ঃ বিরোধ নিস্পত্তি

২৯.১ ফেডারেশনের সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/খেলোয়াড় কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার জন্য IBUF মনোনীত মধ্যস্ততাকারীর মাধ্যমে মির্মাংসা করবে। এতে সন্তুষ্ট না হলে বা মিমাংসা না হলে যাবতীয় বিরোধ নিস্পত্তির জন্য এট্রিবিউশন এক্ট ২০০১ এর আলোকে নির্ধারিত প্যানেল বিরোধ নিস্পত্তি করবেন। তথাপি কেউ আদালতের স্মরণাপন্ন হলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৯.২ এট্রিবিউশন প্যানেল নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে-

ক) প্রতিনিধি- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যুথান ফেডারেশন

খ) প্রতিনিধি- বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন

গ) প্রতিনিধি- ইন্টারন্যাশনাল ব্যুথান ফেডারেশন- IBUF

২৯.২ ক্লাব/সংস্থা অত্র সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করার সময় ২৯.১ নং ধারার বিষয়ে অঙ্গীকার নামা দিবে।

৩০ নং অধ্যায় ঃ নিয়ম বিধি ও উপবিধি সমূহ এর বিশ্লেষণ

ফেডারেশনের কোন নিয়ম, বিধি ও উপ-বিধি তাহার বিশ্লেষন, বিবরণ, কার্যকরী করার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যাস্ত থাকবে এবং এই সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত সংস্থা/ক্লাব সমূহের উপর চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক থাকবে।

৩১ নং অধ্যায় ঃ সংশোধন ও সংযোজন

ফেডারেশনের চূড়ান্ত বিধি বিধানের সংশোধন ও সংযোজন করতে হলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ক্রমে তা করতে হবে।

৩২ নং অধ্যায় ঃ উপ-কমিটি

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন অনুসারে উপ-কমিটি বা কমিশন গঠন পূর্বক তাদের কার্য পরিধি নির্ধারণ করে দেবে।

৩৩ নং অধ্যায় ঃ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা

৩৩.১ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও দলগুলোকে অবশ্যই নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে অন্যথায় উক্ত দল / দলসমূহ প্রতিযোগিতার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেঃ-

৩৩.১.১ অংশ গ্রহণ কারী দলগুলোকে অবশ্যই IBUF স্বীকৃত ষ্টাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ/আওতাভূক্ত থাকতে হবে।

৩৩.১.২ প্রতিযোগিগণকে অবশ্যই BBUF স্বীকৃত ক্লাব বা সংগঠনের সদস্য হতে হবে।

৩৩.১.৩ বাংলাদেশ সেনাবহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সরকারী শিক্ষা বোর্ড সমূহ, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, শিল্প সংস্থা, বোর্ড কর্তৃকপক্ষ, দপ্তর, সরকারী ও আধাসরকারী স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের দল কেবলমাত্র স্ব-স্ব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের কর্মরত বা অধ্যায়নরত খেলোয়াড় দ্বারাই গঠিত হবে এবং উক্ত খেলোয়াড় / খেলোয়াড়দের উপর ঐ সংস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এই সকল সংগঠন/প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র নিজ নিজ সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে।

৩৩.১.৪ অত্র নীতিমালা বা গঠনতন্ত্র অনুমোদন হওয়ার পর কোন খেলোয়াড় নিজস্ব জেলা ব্যতীত অন্য কোন জেলা হতে জাতীয় **ব্যুথান** প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে উক্ত খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়গণ যদি কর্মরত / অধ্যায়নরত থাকেন তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

৩৪ নং অধ্যায় ঃ কমিটি-উপকমিটি গঠন

৩৪.১ কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় সাধারণ সম্পাদক কমিটি / উপকমিটির খসড়া তৈরি পূর্বক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

৩৪.২ পদাধিকার (ex. officio) বলে সাধারণ সম্পাদক প্রতিটি কমিটি / উপকমিটিতে সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যুথান ফেডারেশন

৩৪.৩ **কমিটি / উপকমিটি সমূহ ঃ** ফেডারেশনের কর্মকান্ডে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ন্যূনতমপক্ষে নিম্নে বর্ণিত কমিটি / উপকমিটিসমূহ গঠিত হবে ঃ

ক। টেকনিক্যাল কমিটি

খ। প্রশিক্ষণ ও র‍্যাংকিং কমিটি।

গ। রেফারী কমিটি

ঘ। গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি

ঙ। প্রচার ও প্রকাশনা

চ। স্পোর্টস মেডিসিন ও এন্টি ডোপিং কমিটি

ছ। গণসংযোগ ও প্রসার কমিটি

জ। ডিসিপ্লিনারি কমিটি

ঝ। মহিলা ক্রীড়া উন্নয়ন কমিটি

প্রয়োজনে কার্যনির্বাহি কমিটি অতিরিক্ত কমিটি / উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

৩৪.৪ কমিটি/উপকমিটি গঠনকালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদে পাওয়া না গেলে বাহিরের দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যেতে পারে।

৩৪.৫ কমিটি/উপকমিটির কাজে/কর্মদক্ষতায় ফেডারেশন সন্তুষ্ট না হইলে প্রয়োজনবোধে কার্যনির্বাহী কমিটি কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কমিটি/উপকমিটির যে কোন সদস্য/ব্যক্তিবর্গ বা সম্পূর্ণ কমিটি/উপকমিটি বাতিল করার ক্ষমতা রাখবে।

৩৫ নং অধ্যায় ঃ কমিটি/উপকমিটির গঠন ও দায়িত্ব নির্ধারণ

বাংলাদেশ **ব্যুখান** ফেডারেশন অনুচ্ছেদ ৩৪.৩ এ বর্ণিত কমিটি সমূহ গঠনপূর্বক তাহাদের দায়িত্ব/কার্যকাল অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করবেন।

৩৬ নং অধ্যায় ঃ অনুল্লিখিত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা

এই গঠনতন্ত্রে এমন কোন ব্যাখ্যা যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে নোট শীটের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সুপারিশকৃত বিষয়ের উপরে সভাপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন। তবে তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যুখান ফেডারেশন

ইন্টারন্যাশনাল ব্যুত্থান ফেডারেশনের কার্যক্রম ও যোগাযোগের ঠিকানা

ইন্টারন্যাশনাল ব্যুত্থান ফেডারেশন ১৯৯৯ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যুত্থান মার্শাল আর্ট এর প্রচার ও প্রসার করে আসছে। ১৯৯৯ ইং সালের ১৯শে জানুয়ারী ইন্টারন্যাশনাল ব্যুত্থান ফেডারেশন যুক্তরাজ্যের টেক্সাসের হিউষ্টন শহরে স্থাপিত হয়।

আজ যুগান্তকারী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মার্শাল আর্টের ঐতিহ্য তথা বিজয়ের পতাকাকে সমুন্নত করে চলছে পৃথিবীর মানচিত্র জুড়ে। ব্যুত্থান উপমহাদেশীয় ঐতিহ্যের আলো অনুসরণীয় একটি পদ্ধতিরূপে সমাদৃত হচ্ছে, আমাদের গৌরবান্বিত করছে আমাদের এই পুনরুদ্ধারের পালা। বিভিন্ন দেশে বহুসংখ্যক সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি অন্যান্য মার্শাল আর্ট স্টাইল থেকে এসেও ব্যুত্থান ফেডারেশনে একিভূত হচ্ছেন বিশিষ্ট প্রশিক্ষক, চ্যাম্পিয়ন, মাষ্টার আর গ্র্যান্ড মাষ্টারগণ। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও এক্সিবিশনে বিশেষ সাফল্যের সাথে আইবিইউএফ অলিম্পিক দর্শনের আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।



আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া চর্চার পাশাপাশি আইবিইউএফ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃক্ষরোপন ও মাদকবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছে। ২০০৫ সালে ইউরোপিয়ান ব্যুত্থান ফেডারেশন নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। ব্যুত্থান প্রসারে যুক্তরাজ্যের সুইনডন শহরে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্মেলনের আয়োজন করে। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সুইনডন শহরের মেয়র (ষ্টীভ ওয়াকফিল্ড) ও ব্যুত্থানের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুসারী। আইবিইউএফ এর প্রেসিডেন্ট স্যার ডানকান হোয়াইট এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অলিম্পিক কমিটি, ক্রীড়া সংস্থা, স্পোর্টস্ জার্নাল ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যুত্থান প্রসারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ২০০৯ ইং সাল থেকে আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট এক্সিবিশনে আইবিইউ এফ নিয়মিতভাবে জন সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ব্যুত্থান মার্শাল আর্টকে আন্তর্জাতিক পরিচিতির লক্ষ্যে ষ্টল বরাদ্দ নেয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থী, গবেষক, লেখক, পারফর্মার, সমালোচক ও বোদ্ধা, মাষ্টার ও গ্রান্ড মাষ্টারগণের মধ্যে ব্যুত্থান সম্পর্কিত পুস্তিকা, লিফলেট, টি-শার্ট, পোস্টার, কোটপিন এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করে। উল্লেখ্য, ২০১১ ইং সালে আইবিইউএফ এর প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট শো-তে আউটষ্ট্যান্ডিং পারফর্মার অব দি ইয়ার-এ ট্রফি লাভ করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়।

২০১২ ইং সালে আইবিইউএফ এর সেক্রেটারী জেনারেল জাতিসংঘ মার্শাল আর্ট বোর্ডে পরিচালক নিযুক্ত হয়ে আঞ্চলিক তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেন।

ঠিকানা / যোগাযোগ ঃ

ইন্টারন্যাশনাল ব্যুত্থান ফেডারেশন , সদর দপ্তর

২৯১০ অ্যাশফোর্ড ড্রাইভ, হিউষ্টন, টেক্সাস-৭৭০৮২, ইউএসএ।

ই-মেইল- butthanhq@yahoo.com